রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১৫, ২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৩১ আষাঢ় ১৪১৪ বাং/১৫ জুলাই ২০০৭ খ্রিঃ

নং ১৫ (মুঃ প্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ২৫ আষাঢ় ১৪১৪ বাং মোতাবেক ০৯ জুলাই ২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

অধ্যাদেশ নং ১৫, ২০০৭

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যপূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

এবং যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।—এই অধ্যাদেশ পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০০৭ নামে অভিহিত হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর ধারা ৩ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত "দাঁড়ি" এর পরিবর্তে "সেমিকোলন" প্রতিস্থাপিত হইবে, এবং উক্ত দফার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘ) কোন উন্নয়ন সহযোগী বা কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সহিত সরকারের সম্পাদিত কোন ঋণ, অনুদান বা অন্য কোন চুক্তির অধীন, কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কোন চুক্তিতে ভিন্নতর কিছু থাকিলে উক্ত চুক্তির শর্ত প্রাধান্য পাইবে।"।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

ঢাকা
তারিখ ঃ ৩১-০৩-১৪১৪ বঙ্গাব্দ / ১৫-০৭-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

সুলতানা নাসিরা খান
যুগ্ম-সচিব (ভ্রাঃ)।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৬, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৬ই জুন, ২০০৯/২রা আষাঢ়, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৬ই জুন, ২০০৯(২রা আষাঢ়, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৩৩নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত "দাঁড়ি" এর পরিবর্তে "সেমিকোলন" প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উক্ত দফার পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

(ঘ) কোন উন্নয়ন সহযোগী, বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার সহিত সরকারের সম্পাদিত কোন ঋণ, অনুদান বা অন্য কোন চুক্তির অধীন কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সম্পাদিত কোন চুক্তির শর্তে ভিন্নতর কিছু থাকিলে উক্ত চুক্তির শর্ত প্রাধান্য পাইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১২, ২০০৯

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১২ই নভেম্বর, ২০০৯/২৮শে কার্তিক, ১৪১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ই নভেম্বর, ২০০৯ (২৮শে কার্তিক, ১৪১৬) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০০৯ সনের ৬৫ নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর দফা (৯) এ "পরিদপ্তরের প্রধান" শব্দগুলির পর "বা, ক্ষেত্রমত, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, জেলা জজ" শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official estimate) উল্লেখ করিতে হইবে। তবে কোন দরদাতা কর্তৃক দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর দরপত্রে উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর শেষ প্রান্তস্থিত "।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে "ঃ" কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠিকাদারের তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং যোগ্যতা নির্ধারণে অতীতে সম্পাদিত ক্রয় কার্যের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন হইবে না ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠিকাদার কর্তৃক অতীতে সম্পাদিত কার্যক্রয়ের অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য অভিজ্ঞতার আলোকে প্রণীত তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে। তবে ক্রয়কারী আইনের ধারা ৩১ অনুযায়ী অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকা পর্যন্ত কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত পদ্ধতিও ব্যবহার করিতে পারিবে।"।

৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন দফা (গগ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(গগ) দফা (গ) এ উল্লেখিত দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রযোজ্য না হইলে এক ধাপ দুই খাম পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে ;"।

৬। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-দফা (ঝ) এবং (ঝঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঝ) দরপত্র দলিলে, পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলে সরবরাহের জন্য উদ্ধৃত মূল্যের, শুল্ক ও কর বাদে, এবং কার্যের ক্ষেত্রে কাজের মূল্যের, সকল শুল্ক ও করসহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি বাধ্যতামূলকভাবে প্রয়োগ করা যাইবে না এবং অগ্রাধিকার প্রদানে শিথিলতার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঝঝ) সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দরপত্রকে এবং কার্যের ক্ষেত্রে দরপত্র দাতাকে, কর্তৃক দফা (ঝ) অনুসারে অগ্রাধিকার প্রয়োগের জন্য, নির্ধারিত শর্ত পূরণ ; ।"

৭। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এর প্রান্তস্থিত " ।" দাঁড়ি চিহ্নের পরিবর্তে "ঃ" কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ একটি শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (পপ) এর অধীন এক পর্যায় দুই খাম পদ্ধতিতে দরপত্র দলিলের পর উন্মুক্তকরণ কমিটি কারিগরী প্রস্তাবসমূহ উন্মুক্ত করিবে এবং কারিগরী প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়ন সমাপ্ত এবং উক্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন ক্রয়কারী কার্যালয় প্রধান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত আর্থিক প্রস্তাবসমূহ একটি নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করিবে।" ।

৮। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর প্রান্তস্থিত ";" সেমিকোলন চিহ্নের পরিবর্তে "ঃ" কোলন চিহ্ন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ একটি শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সীমিত পদ্ধতির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরের সমতা হইলে সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরদাতা নির্ণয়ের জন্য বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে লটারীর প্রয়োগ বিবেচনা করা যাইবে;" ।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আবুল কাসেম, অতিঃ নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক এর অতিরিক্ত দায়িত্বে, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, জুলাই ১৮, ২০১০

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৮ই জুলাই, ২০১০/৩রা শ্রাবণ ১৪১৭

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৮ই জুলাই, ২০১০ (৩রা শ্রাবণ, ১৪১৭) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১০ সনের ৩৬ নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় ;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ২.০০

২। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১ক) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১ক) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলন (Official estimate) উল্লেখ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দরদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলনের ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক কম বা অধিক বেশী দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।"।

৩। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর প্রথম এবং দ্বিতীয় শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে শর্ত থাকে যে, সীমিত দরপত্র পদ্ধতির আওতায় অনধিক ২ (দুই) কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠিকাদারের তালিকা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণে অতীতে সম্পাদিত ক্রয় কার্যের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হইবে না।"।

৪। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গগ) এ উল্লিখিত "দুই খাম" শব্দগুলির পরিবর্তে "দুই খাম দরপত্র" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৫। **২০০৬ সনের ২৪ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ঋঋ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (ঋঋ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঋঋ) দফা (ঋ) অনুসারে অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য—

(অ) সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে দরপত্রকে; এবং

(আ) কার্যের ক্ষেত্রে দরপত্র দাতাকে নির্ধারিত শর্ত পূরণ;"।

৬। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "এক পর্যায় দুই খাম" শব্দগুলির পরিবর্তে "এক ধাপ দুই খাম দরপত্র" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "সীমিত পদ্ধতির মাধ্যমে" শব্দগুলির পরিবর্তে "সীমিত দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে অনধিক ২(দুই) কোটি টাকার" শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

আশফাক হামিদ
সচিব।

মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, আগস্ট ১, ২০১৬

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৩/০১ আগস্ট, ২০১৬

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৭ শ্রাবণ, ১৪২৩ মোতাবেক ০১ আগস্ট, ২০১৬ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে :—

২০১৬ সনের ৩৭ নং আইন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (সংশোধন) আইন, ২০১৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৪নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (১৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(১৬) **"পণ্য"** অর্থ কাঁচামাল, উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপাতি এবং কঠিন, তরল বা বায়বীয় আকারে পণ্যদ্রব্য, বিদ্যুৎ, প্রস্তুতকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার (Off-the-shelf) ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার এবং পণ্য সংশ্লিষ্ট সেবা, যদি উহার মূল্য পণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক না হয়;";

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

(খ) দফা (২৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(২৪) **"বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা"** অর্থ বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা পেশাগত বিষয়ে চুক্তিতে বর্ণিত মতে পরামর্শক কর্তৃক পরামর্শ প্রদান, বা কোন কম্পিউটার সফটওয়্যার ও অন্যান্য তথ্য প্রযুক্তিজাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়্যার প্রস্তুতকরণ, বা ডিজাইন প্রণয়ন, বা কাজের তত্ত্বাবধান বা ব্যবহারিক জ্ঞান হস্তান্তর বিষয়ক সেবা, এবং সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন বুদ্ধিবৃত্তিক ও পেশাগত সেবা;";

(গ) দফা (২৬) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২৬) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(২৬) "ভৌত সেবা" অর্থ

(ক) পণ্য সরবরাহ বা কার্য সম্পাদনের সহিত সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা প্রদানকারী উপকরণাদি বা কোন প্রতিষ্ঠানের ভবন ও সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বা জরিপ বা অনুসন্ধানমূলক খননকার্য; বা

(খ) নিরাপত্তা সেবা, পরিবেশন সেবা, ভূতত্ত্ব বিষয়ক সেবা বা একক সেবাদানমূলক চুক্তির অধীনে তৃতীয় পক্ষ প্রদত্ত কোন সেবা; বা

(গ) প্রাক-জাহাজীকরণ পরিদর্শন [Pre-Shipment Inspection (PSI)] এজেন্ট নিয়োগ, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্ট নিয়োগ, পণ্য পরিবহন কাজ, ভাড়ায় যানবাহন সংগ্রহ, মালামাল পরিবহনের জন্য পরিবহন ঠিকাদার নিয়োগ বা বীমা ঝুঁকি; বা

(ঘ) আউটসোর্সিং (out-sourcing) এর মাধ্যমে ক্রয়কারী কর্তৃক সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে এই আইনের অধীন নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা বা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকার গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কোন সেবা;

ব্যাখ্যা: এই দফায় উল্লিখিত আউটসোর্সিং (out-sourcing) বলিতে এর মাধ্যমে সেবা গ্রহণের বিষয়টি সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে জারীকৃত বিধিমালা বা নীতিমালা বা অনুরূপ কোন নির্দেশনাকে বুঝাইবে।";

(ঘ) দফা (৩৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (৩৩) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(৩৩) **"সরকারি তহবিল"** অর্থ সরকারি বাজেট হইতে ক্রয়কারীর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ, অথবা কোন উন্নয়ন সহযোগী বা বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থা কর্তৃক সরকারের মাধ্যমে ক্রয়কারীর অনুকূলে ন্যস্ত অনুদান ও ঋণ এবং এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি, আধা-সরকারি বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার তহবিল;"।

৩। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(খ) সংশ্লিষ্ট আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন সরকারি, আধা-সরকারি বা কোন আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত সংবিধিবদ্ধ সংস্থার তহবিলের অর্থ দ্বারা কোন পণ্য, কার্য বা সেবা ক্রয়;"।

৪। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(ঘ) সেবা ক্রয় সংক্রান্ত চুক্তির ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তিকে প্রস্তাব জামানত দাখিল করিতে হইবে না, তবে পরামর্শককে কি ধরনের ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি বীমাপত্র অথবা ক্ষতিবহন প্রতিশ্রুতি এবং বীমাপত্র দাখিল করিতে হইবে উহা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, পরামর্শকের সহিত চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কার্য সম্পাদন জামানত আরোপ করা যাইতে পারে।"।

৫। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১ক) এ উল্লিখিত "২(দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩(তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "২(দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩(তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ দুইটি নূতন উপ-ধারা যথাক্রমে (৩) ও (৪) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৩) উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির অধীন অভ্যন্তরীণ কার্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন দরপত্রদাতা কর্তৃক দরপত্রে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় (official cost estimate) ১০% (শতকরা দশ ভাগ) এর অধিক কম বা অধিক বেশি দর উদ্ধৃত করা হইলে উক্ত দরপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত দরপত্র মূল্য সমতার ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মূল্যায়ন ও কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করিতে হইবে, কিন্তু লটারির মাধ্যমে কৃতকার্য দরদাতা নির্বাচন করা যাইবে না।"।

৮। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর দফা (ঋ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঋ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ঋ) দরপত্র দলিলে, পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে গন্তব্যস্থলে সরবরাহের জন্য উদ্ধৃত মূল্যের, শুল্ক ও কর বাদে, এবং কার্যের ক্ষেত্রে কাজের মূল্যের, শুল্ক ও করসহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত হারে বাধ্যতামূলকভাবে দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ :

তবে শর্ত থাকে যে, দেশীয় অগ্রাধিকার প্রদানে শিথিলতার জন্য অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিতে হইবে।"।

৯। **২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(১ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দুই পর্যায়বিশিষ্ট দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগযোগ্য না হইলে এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতি প্রয়োগ করা যাইবে।";

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত "(১) ও (২)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ ও অক্ষরের পরিবর্তে "(১), (১ক) ও (২)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ, কমা ও অক্ষরসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত "(১), (২), (৪) এবং (৫)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ, কমাসমূহ ও শব্দের পরিবর্তে "(১), (১ক), (২), (৪) ও (৫)" বন্ধনীসমূহ, সংখ্যাসমূহ, কমাসমূহ ও অক্ষরসমূহ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৭ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৭ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত—

(ক) "দরপত্র উন্মুক্ত" শব্দগুলির পরিবর্তে "দরপত্র এবং দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় উন্মুক্ত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) শর্তাংশে "(গগ)" বন্ধনী ও অক্ষরগুলির পর "এবং ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১ক)" শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি, হাইফেন, বন্ধনী ও অক্ষর সন্নিবেশিত হইবে।

১১। ২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৪৯ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৪৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর শর্তাংশে উল্লিখিত "২ (দুই)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৩ (তিন)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

১২। ২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬২ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**৬২। চুক্তি স্বাক্ষর।**—(১) ক্রয়কারী, চুক্তি সম্পাদনের অনুমোদন প্রাপ্তির পর, এই আইনের ধারা ২৯ ও ৩০ এর অধীন কোন অভিযোগ দায়ের করা না হইয়া থাকিলে, কৃতকার্য পরামর্শককে চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য আহ্বান জানাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আহ্বান জানানো হইলে পরামর্শক, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ক্রয়কারীর অনুকূলে কার্যসম্পাদন জামানত প্রদানপূর্বক, প্রস্তাব দলিলে নির্দিষ্টকৃত চুক্তিপত্রের ছকে স্বাক্ষর করিবে।"।

১৩। ২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬৩ এর প্রতিস্থাপন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**৬৩। প্রস্তাব প্রক্রিয়ার পরিসমাপ্তি।**—ক্রয়কারী, কৃতকার্য পরামর্শকের সহিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর, অন্যান্য সকল আবেদনকারী বা পরামর্শককে তাহাদের অকৃতকার্য হওয়ার বিষয়টি লিখিতভাবে অবহিত করিবে।"।

১৪। ২০০৬ সনের ২৪নং আইনের ধারা ৬৪ এর সংশোধন।—উক্ত আইনের ধারা ৬৪ এর—

(ক) উপান্তটীকা এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্তটীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"পেশাগত অসদাচরণ, অপরাধ, চুক্তি বাতিল, ইত্যাদি"; এবং

(খ) উপ-ধারা (৫) এর পর নিম্নরূপ একটি নূতন উপ-ধারা (৬) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(৬) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন ক্রয়কারীর সহিত সম্পাদিত চুক্তির কোন মৌলিক শর্ত ভঙ্গ করিলে বা এই আইন ও বিধির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে এইরূপ কোন কার্যসম্পাদন করিলে, ক্রয়কারী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুক্তি বাতিল করিতে পারিবে এবং উক্ত ব্যক্তি, ঠিকাদার, সরবরাহকারী বা পরামর্শককে উপ-ধারা (৫) অনুযায়ী, বিধি দ্বারা নির্ধারিত মেয়াদ উল্লেখক্রমে, সকল সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণে অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে।"।

ড. মোঃ আবদুর রব হাওলাদার
সিনিয়র সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd